Model Activity Task 2022 January

Class 7|History | Part-1

মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক-২০২২| জানুয়ারী

সপ্তম শ্রেণী | ইতিহাস | পার্ট –১ |

পূর্ণমান- ২০

১. শূণ্যস্থান পূরণ করো :

(ক) 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন **গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস** ।

(খ) তাজমল বানিয়েছেন সম্রাট **শাজাহান** ।

(গ) বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি **জেলা** মাত্র।

২. ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো :

(ক) 'হিন্দুস্থান' শব্দ দ্বারা সমগ্র ভারতকে বোঝানো হতো।

উত্তরঃ ভুল

(খ) পোর্তুগিজদের হাত ধরে ভারতে আলু খাওয়ার চল শুরু হয়।

উত্তরঃ ঠিক

(গ) সাসানীয়দের শাসন ছিল ইরানে।

উত্তরঃ ঠিক

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্য) :

(ক) ইতিহাসের সময়কে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়? কী কী?

উত্তরঃ ইতিহাসের সময়কে সাধারণ ভাবে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। যথা- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ।

(খ) কোন সমকালকে আদি-মধ্যযুগ বলা হয়?

উত্তরঃ রাতারাতি ইতিহাসের যুগ বদলে যায় না| ইতিহাসে একটা বড় সময় ছিল, যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগ ও পুরোপুরি শুরু হয়নি। ঐতিহাসিকরা সেই সময়টিকে বলে আদি- মধ্যযুগ।

৪. নিজের ভাষায় লেখো (তিন-চারটি বাক্য) :

(ক) ইতিহাসের উপাদান কী? উপাদানের বিভিন্ন ভাগগুলির উল্লেখ করো।

উত্তরঃ পুরোনো দিনের যেসব জিনিসপত্র আজও রয়ে গেছে যেমন পুরোনো ঘর বাড়ি, মন্দির- মসজিদ, মূর্তি, মুদ্রা, শিলালিপি, চিত্র, বইপত্র এসব থেক আমরা সেই সময়ের মানুষের কথা জানতে পারি। এগুলিকেই বলা হয় ইতিহাসের উপাদান।

ইতিহাসের উপাদানকে ২ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- লিখিত উপাদান ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

লেখ, মুদ্রা, প্রশস্তি, শিলালিপি, ধাতুর পাতে খোদাই করে লেখা নির্দেশনামা, কাব্য, ভ্রমন বৃত্তান্ত ইত্যাদি হল লিখিত উপাদান। এছাড়া নানা ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, মন্দির, সৌধ, পুরোনো দিনের বাসন পত্র, পোশাক, সমাধি ইত্যাদি হল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

(খ) মধ্যযুগের ভারত কেমন ছিলো?

উত্তরঃ আগে অনেকে বলতেন, মধ্যযুগে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল মানুষের জীবন। তবে অনেক তথ্য থেকে জানা যায়, তখন জীবনের নানান দিকে অনেক কিছুরই উন্নতি করেছিল ভারতের মানুষ ।

এক দিকে ছিল নানান নতুন যন্ত্র ও কৌশলের ব্যবহার। কুয়ো থেকে জল তোলা, তাঁত বোনা বা যুদ্ধের অস্ত্র-বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় লেগেছিল ।দেশ শাসনে আর রাজনীতিতেও নতুন অনেক দিক দেখা গিয়েছিল। নতুন নতুন শহর ও বন কেটে চাষবাস করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের মুখের কথাই হয়ে উঠেছিল তখনকার দিনের ধর্ম প্রচারের ভাসা। শিল্প ও সাহিত্য চর্চায় উন্নতী হয় এই যুগে।